দৈনিক সংবাদ

328

তারিখ ... MAR 09 2000
পৃষ্ঠা 9 কলাম 9

# নকলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির দায়িত্ব শিক্ষকদেরই নিতে হবে

নকলের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং (সংবাদ, ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯৯) পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্র পরিবর্তনে (অভিমত, সংবাদ, ৬-৩-২০০০) মুখ্য ভূমিকা শিক্ষকমণ্ডলীকেই নিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার দুরবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষাসচিব প্রয়াত হুমায়ুন কবির শিক্ষকদের নেতৃত্বহীনতাকেই দায়ী করেছিলেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের ভূমিকা গৌণ, যদিও যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ শিক্ষক সম্প্রদায়। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির কাঠামোগত পরিবর্তন ব্যতিরেকে পরীক্ষা নামের প্রহসনও বন্ধ হবে না।

২০০০ সালে ৯ লাখ ৩৭ হাজার ৬শ ৬২ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীর জন্য ৮শ ৪১টি পরীক্ষা কেন্দ্র, গড়ে প্রতিটি কেন্দ্রে ১১শর অধিক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। এই সংখ্যা অচিরেই জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে পরীক্ষা কেন্দ্রের বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। কলারোয়া পরীক্ষা কেন্দ্রে দুজন ছাত্রী, ১ জন শিক্ষিকাসহ ৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু অব্যবস্থাপনার চরম পরিণতি। পরীক্ষার মাত্র ১১ ঘণ্টা আগে সংবাদ (৩.৪.২০০০) শাহজাদপুর শহরের ৪টি স্কুলের ৫শ ৩৪ জন পরীক্ষার্থী ১লা মার্চ রাত দশটায় জানতে পারে তাদের কেন্দ্র হবে থানার সাতবাড়িয়া গ্রামে। অবশেষে পরীক্ষার্থীরা গভীর রাতে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে থানা সদর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম ১০ কিলোমিটার দূরে সাতবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।"

শিক্ষা বোর্ডগুলো শুধুমাত্র এসএসসি ও এইচএসসি পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ১০ লাখ ছাত্রছাত্রীর (এসএসসি ২০০০) পরীক্ষা পরিচালনা করা ৫টি বোর্ডের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যার ফলে বোর্ড এবং সরকারের কাজের মধ্যে যে বিভাজন ছিল তা এতই অস্পষ্ট যে বিলীন হয়ে গেছে। এবারে এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা অধ্যাদেশ কঠোরভাবে প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৯৮০ অধ্যাদেশের সংশোধনী ১৯৯২ সালে আরো কঠোর করে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যায়। সামরিক শাসনের জারিজুরির ভূত আমাদের কাঁধে এখনও ভর করে আছে। সামরিক শাসনে ভোটারবিহীন নির্বাচন এবং গায়েবী ফল সম্প্রচারের সময়ই ছাত্ররা দাবি তুলেছিল 'ভোট হয়েছে যেমনে পরীক্ষা হবে তেমনে'।

ইদানীংকালে প্রশ্নপত্র ফাঁস না হলেও রব উঠবে ফাঁস হয়ে গেছে এবং দেদার বিক্রি হবে দু পয়সা কামাই করার জন্য। ইসলামাবাদে দেখেছি প্রশ্নপত্র প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে বোর্ডে লিখে অথবা স্টেনসিল করে পরীক্ষার দিন সকাল বেলা প্রশ্নপত্র দেয়া হতো।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের স্বর্ণখনি। কেন্দ্রের বিশৃংখলার জন্য কাকেও সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী করা যায় না। আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্স পর্ব-৩-এর পরীক্ষা ভন্ডুল হয়ে যাওয়ার পর আটজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুনরায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যদিবস অপচয় হলে বিচার ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয় এবং বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ প্রহরায় পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা প্রতিনিয়তই লাঞ্ছিত হচ্ছেন এবং জনগণের আস্থা হারাচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ায় সরকারের মান-সম্ভ্রমও ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। যা তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দরিদ্র দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির সদ্ব্যবহারের সুযোগ-সন্ধানীরা হাতছাড়া করবে না। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভায় এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নৈরাজ্যের জন্য সরকারকেই দায়ী করা হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা থেকে ১৪৪ ধারা, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট সরে আসুক।

নকলের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ, কেবল শিক্ষক সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারেন। বিশ্বাসের প্রতিদান বিশ্বাস। শিক্ষকমণ্ডলীকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। যে স্কুলের ছাত্র সেই স্কুলে বসে পরীক্ষা নেয়া যায়। শিক্ষার মানের কোনও হেরফের হবে না। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং উভয়েই পরস্পরের প্রতি অধিক দায়িত্বশীল হবার সুযোগ পাবে। ঔপনিবেশিক আমলের ফেল করে ছাঁটাই করা স্বাধীন দেশের নাগরিকের প্রাপ্য নয়।

মোরহাম উদ্দিন আহমদ
অবসরপ্রাপ্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকার।